দৈনিক ইত্তেফাক

কারা হবেন ভাস-প্রোভাস?

রাবি রিপোর্টার ঃ খুব শিগগিরই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি-প্রোভিসি পদে রদবদল হচ্ছে বলে ক্যাম্পাসে ব্যাপকভাবে শোনা যাচ্ছে। আওয়ামী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভিসিকে অপসারণ করে চারদলীয় জোট বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকার খুব তাড়াতাড়ি নতুন ভিসি-প্রোভিসি নিয়োগ করবে বলে জানা গেছে। কে কে হবেন নতুন ভিসি-প্রোভিসি অথবা কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাচ্ছেন কে– এটিই এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। এদিকে বর্তমান ভিসি প্রফেসর নাইদুর রহমান খান সম্মানজনকভাবে বিদায় নেয়ার লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন বলেও জানা গেছে।

সরকার পরিবর্তনের পর ভিসি-প্রোভিসি হওয়ার জন্য গ্রুপিং-লবিং শুরু হলেও গত মঙ্গলবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদত্যাগের পর তা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, সরকারের শীর্ষমহল থেকে সবুজ সংকেত এসেছে যে খুব তাড়াতাড়িই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি-প্রোভিসি পদে নতুন নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হওয়ার জন্যও এখানকার অনেক শিক্ষকের নাম শোনা যাচ্ছে। বিশেষ করে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি-প্রোভিসির জন্য যাদের নাম আলোচনায় উঠে এসেছে তাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রোভিসি, খ্যাতিমান মৎস্য বিজ্ঞানী ও জিয়া পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি প্রফেসর আলতাফ হোসেন। বৃহত্তর রাজশাহী তথা চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাসিন্দা তিনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই সর্বপ্রথম তার ওপর খড়্গ চালায়। তাকে প্রোভিসি থেকে সরিয়ে বঙ্গবন্ধু পরিষদের তৎকালীন সভাপতিকে ঐ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ক্যাম্পাসে নবাগত বিএনপি হিসেবে খ্যাত একটি অংশের অভিযোগ মতে, তার মাধ্যমেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ তাদের শিকড় মজবুত করতে সক্ষম হয়েছিল। আলোচনায় রয়েছেন দেশের অন্যতম খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর এ কে এম আজহারুল ইসলাম। তিনি ১৯৯৪ সালের ভিসি প্যানেল নির্বাচনের বিজয়ী প্রার্থী ছিলেন। বগুড়ার বাসিন্দা জিয়া পরিষদের প্রবীণতম এই সদস্য দলীয় কর্মকাণ্ডে বেশ নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষক গ্রুপের আহবায়কের দায়িত্ব পালন করছেন। অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, সৎ হিসেবে পরিচিত এই শিক্ষক সিন্ডিকেট, সিনেট ডীনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষকদের মধ্যে সকল মহলই তাকে সমীহ করেন। এ পদে ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রফেসর ফাইসুল ইসলাম ফারুকীর নামও শোনা যাচ্ছে। নওগাঁয় জন্মগ্রহণকারী জিয়া পরিষদের অন্যতম সদস্য প্রফেসর ফারুকী নিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালেও বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বর্তমানে বিজ্ঞান অনুষদের ডীন। বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডীন ও পরিসংখ্যান বিভাগের প্রফেসর এম এ রাজ্জাকও আলোচনায় রয়েছেন। তিনি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন। এই দুজনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সাথে রাজনীতি করার অভিযোগ রয়েছে। তবে এরা সকলে দলের প্রতি অনুগত। ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর মোখলেছুর রহমান শিক্ষক গ্রুপের সাবেক আহবায়ক হিসেবে তার নামও শোনা যাচ্ছে। তিনি আওয়ামী প্রশাসন কর্তৃক অনেক জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর আমিনুল ইসলামের নাম কেউ কেউ বলছেন। উপরোক্ত সবাই বৃহত্তর রাজশাহী জেলার বাসিন্দা। এ আলোচনায় আরেকজন হচ্ছেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর আঃ কাদির ভূঁইয়া। বৃহত্তর ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণকারী এই প্রবীণ প্রফেসর